নির্ঝরিণী
গার্গী ভট্টাচার্য

Nirjharini

GARGI BHATTACHARYA

***

COPYRIGHTED MATERIAL

নির্ঝরিণী

****

গার্গী ভট্টাচার্য

“If there is peace in your mind you will find peace with everybody. If your mind is agitated you will find agitation everywhere. So first find peace within and you will see this inner peace reflected everywhere else. You are this peace. You are happiness, find out. Where else will you find peace if not within you?”

— Papaji

কুবের দেব ও তাঁর পত্নী কৌবেরী দেবী

তাঁদের কোলে নকুল ।

শুদ্ধ তন্ত্র

কুবের দেব হলেন ধনসম্পদের দেবতা তবুও ওনাকে স্পিরিটের দেবতাও বলা হয় শিবঠাকুরের মতন। আবার ওনার সাথে মা লক্ষ্মীর মিল রয়েছে যেহেতু উনি জগতের সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে কাজ করেন ও তার রক্ষণা বেক্ষণ করে থাকেন। তাই ওনাকে কুবের লক্ষ্মী বলেও ডাকা হয়। অন্যান্য ধর্মেও এই দেবতার পুজো হয়ে থাকে।

ওঁর পত্নী কৌবেরীকে, ভদ্রা দেবীও বলা হয়।

আবার অনেক পুরাণ গ্রন্থে মেলে যে ওঁর দুই স্ত্রী আছেন- সেটাও অনেকে বেশ জোর দিয়েই বলেন। যেমন ঋদ্ধি ও নিধি। ঋদ্ধি হলেন উত্তরণের দেবী ও নিধি হলেন সংযোজনের দেবী। অনেকে বলেন কুবের দেবের একটিই কনসর্ট আর শক্তি। উনি হলেন কৌবেরী দেবী। আমাদের এই জগতের মতন নয় এই দেবীরা। এঁরা হলেন শক্তিরূপেন

সংস্থিতা । কাজেই সংখ্যায় যতই হননা কেন তাতে কিছুই যায় আসেনা । কারণ শক্তিকে সেইভাবে বিভাজিত করা সম্ভব তো নয় । তা পার্থিবই হোক্ অথবা অপার্থিব !!

কাজেই আমার পতিদেবের ব্যবসা বন্ধ করার জন্য যারা প্ল্যান করছে তারা চূড়ান্ত অসফল হবে কারণ কুবের দেবই সবার টাকাপয়সার হিসেব রাখেন ও তাঁর নকুলই হল আসল এটিএম/ক্রেডিট কার্ড যে না চাইলে কোনো ধনসম্পদ এর কণামাত্র কারো কাছে পৌঁছায় না । তাই নকুলের ব্যবসা বন্ধ করা ইজ আ হার্ড নাট টু ক্র্যাক্ । স্বয়ং কুবের দেবের হাত রয়েছে তার মাথার ওপরে অলকাপুরী বা যক্ষলোক থেকে ।

কিছু তান্ত্রিক যোগিনী ও তাদের ভৈরব এখন শয়তানি শুরু করেছে এতটাই যে আমার ওপরে তুকতাকের পরিমান বেড়ে গিয়েছে ও এতে কেবল আমি নই সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ।

এর মধ্যে মহাযোগিনী ও তার ভৈরব অতি সন্তুষ্ট ভৈরব নরকে পতিত হবে । তাদের অ্যাস্ট্রাল বডি ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে পাপে । আর্ক অ্যাঞ্জেল মাইকেল ও আর্ক অ্যাঞ্জেল মেটাট্রন মিলে এই দুই শয়তানকে তুলে নিয়ে নরকে ফেলে দিয়ে আসবে ।

এরা মদ ও মাংসের লোভে এগুলি করে থাকে । এর সাথে তন্ত্রের সেই অর্থে কোনো সম্পর্ক নেই । এগুলি নিম্নগামী সাধনা ।

আরো কিছু যোগিনী ও তাদের ভৈরব পতিত হবার দিকে চলেছে । এরাও আমাকে আক্রমণ করার বেলায় নিজ নিজ কাজ করছে না ও দুনিয়ার ক্ষতি হচ্ছে কারণ আজকাল কালা জাদু বেড়ে যাওয়াতে সমগ্র মানব জাতির ক্ষতি হয়ে চলেছে । যোগিনীগুলি হল সিদ্ধমোহিনী , গণেশ্বর যোগিনী ,নরভোজিনী যোগিনী , ধূম্ররক্কী যোগিনী , মন্ত্র যোগিনী ও রাক্ষসী

যোগিনী । আর ভৈরবেরা হল , সংহার ,প্রজ্ঞা বলন ,ভীষণ ,রুন্ডমালা ,করাল ও খেচর।

এইসব যোগিনী তা তন্ত্রদেবী ও মহাবিদ্যারা সবাই শিবলোকের বাসিন্দা । আদতে মহাজগতে দুটি প্রধান লোক রয়েছে । শিবলোক ও বিষ্ণুলোক । শিবলোক হল সংহার , মৃত্যু , তন্ত্র , আত্মার গতিপ্রকৃতি , মহাবিদ্যা এইসব নিয়ে আর বিষ্ণুলোক হল প্রসার , প্রেম ও সৃষ্টি নিয়ে । তাই ব্রহ্মার জন্ম হয় বিষ্ণুর নাভীপদ্ম থেকে । এগুলি কিছুটা মেটাফোর হলেও হুবুহ এক নাহলেও অনেকটাই এক । প্রধান দুটি লোক থেকেই এনার্জি বোম্বার্ড হয় । সমস্ত ধর্মের রাজপুরুষ অর্থাৎ মহামানবেরা আসেন এই দুই লোক থেকেই । এই দুটি লোকের নানান সাব্ সেক্ট আছে । উপ-লোক বলা চলে ।

যেমন শিবলোকের আন্ডারে আসে তন্ত্র , মণিদ্বীপা , গণেশলোক এইসব । আবার

বিষ্ণুলোকের নিচে আসে ভগবান বিষ্ণুর অবতারেরা যেখানে বাস করেন ও গোপিনী ইত্যাদিরা এইসব । গোদা ভাষায় এইরকম আরকি । বৈকুণ্ঠ, গোলকধাম্ন নানান নাম আছে তো সেইসব ।

কিন্তু আসল হল এনার্জি স্তর । দুটি দুই জাতের এনার্জির স্তর ।

যেমন ভগবান বুদ্ধ এসেছিলেন বিষ্ণুলোক থেকে আবার মহাবীর ও যিশু আসেন শিবলোক থেকে । জৈন ধর্ম্মের একটি শাখা আছে দিগম্বর শাখা তারা পোশাক ও মেটেরিয়াল সব ত্যাগের কথা বলে যা শৈব সাধকের সাথে মিলে যায় । কৌপিন ধারণ অথবা নগ্ন সাধকের দেখা মেলে এইধারায় । যা অনেকাংশে শৈব সেক্টের সাথে মেলে ।

এই জগতে একটু বেশি দৈব আলো আসলেই পৃথিবীকে নাশ করে দিতে সক্ষম । তাই যতটা

দরকার ততটাই আসে । সেইকারণে অসুরের দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছে । তারা মনে করেছে যে কেউ দেখার নেই তাই যা ইচ্ছে কার চলে । কিন্তু আর নয় । এবার একটা কিছু বিহিত হবে বলেই মনে হয় । উপরিউক্ত বজ্জাৎ তান্ত্রিক যোগিনী ও তার ভৈরব কৃমিভোজ নরকে পতিত হবে । মহাযোগিনী ও অতি সন্তুষ্ট ভৈরব । এরা ঈশ্বরের জন্য কাজ না করে শয়তানের জন্য কাজ করা শুরু করেছে ।

কসমসে পাপ বলেও সেই অর্থে কিছু নেই । ক্রমাগত মন্দ কাজ করে কাউকে দুখী করলে একটা সময় ইউনিভার্স তোমাকে সাবধান করতে করতে অহংকে নাশ করতে ফ্রি উইল কেড়ে নেবে যাতে তোমার দম্ভটা নাশ হয়ে তুমি শান্তি পাও । তা নাহলে ক্রমাগত অহং এর চাপে তোমার আত্মা ফেটে যাবে । কারণ মরণ মানে কেবল পার্থিব দেহটাই চলে যাওয়া আর সমস্ত কিছু রয়ে যায় । তাই অপার্থিব দেহে

প্রবল চাপ পড়তে থাকে যেমন মানসিক রুগীদের হয়ে থাকে। তাই মরণের পরে তুমি যদি একটা সময় অবধি না বদলাও তখন তোমার আত্মাকে বিভাজিত করে দেওয়া হয় অথবা চূর্ণ বিচূর্ণ করে শাস্তি দেওয়া হয়। তোমার প্রবল অশান্ত মনে ফিরিয়ে আনা হয় অপার্থিব শান্তি। আবার বিবর্তনের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলে তোমার পাপক্ষয় হতে আরম্ভ হয়ে আর যদি কালাজাদুর শিকার হও তুমি তাহলে যেইসব দুরাত্মার কারণে তোমার এই হাল হয়েছিলো তারাও তখন তোমাকে ফেলে পালিয়ে যায় কারণ তারা দেখে যে তোমার থেকে এই স্বার্থান্বেষী চেতনাগুনো আর কিছুই হাসিল করতে সক্ষম নয়। কাজেই তুমি আবার ফ্রি স্পিরিট হয়ে বিবর্তনের ল্যাডারে চড়তে সক্ষম হবে। যে প্রচন্ড শক্তির ঋণাত্মক ঘূর্ণন তোমার চেতনাকে অস্থিরতার চরমে নিয়ে গিয়েছিলো তাকে বাগে আনতেই তোমাকে ত্রিশূলের আঘাতে

টুকরো টুকরো করে দেন স্বয়ং শিবশম্ভু । এটাই নিয়ম মহাজগতের।

আবার কখনও কখনও কেউ কেউ যাঁরা উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে মুখর যেমন রুদ্র অবতার অহিরবুধন্য যিনি এই জন্মে প্রভীন মহাজন হয়ে জন্ম নেন ও ফেক্ মার্ডার কেসে ফাঁসেন উনি আরো ৬৩ জন্মে মাত্র মোক্ষপ্রাপ্ত হবেন ও কিছু জন্ম হয়ত ১৫ হবে পশু ও পক্ষীর জন্ম নিয়ে নেবেন ও কিছু জন্ম বৃক্ষ হয়ে কাটাবেন কিন্তু সেইসব গাছ কিন্তু খুব ভালো গাছ হবে যার নিচে বসে সাধকের মোক্ষ হয়ে যেতে পারে কারণ এই রুদ্র তখন ডীপ মেডিটেটিভ্ স্টেটে থাকবেন গাছ হিসেবে । বোধি সত্ত্ব আরকি । বোধি বোধি করে কেউবা ডেকে উঠবেন ঐ বৃক্ষের নিচে বসেই যা আদতে নিজেই এক উচ্চকোটির সাধক । আর ওনার অনেক জন্ম, তীব্বতের নানান গহীন বনের মাঝে মনাস্ট্রীতেও হবে যেখানে উনি লামা

হিসেবে জন্ম নেবেন ও একেবারে নারী বর্জিত জীবন হবে ওনার । কাজেই আধ্যাত্মিক উপায়ে এগোনোর সবসময় সুযোগ দেন ভগবান কেবল এগোনোর ইচ্ছাটা থাকতে হবে নাহলে বেজায় কষ্ট হবে ।

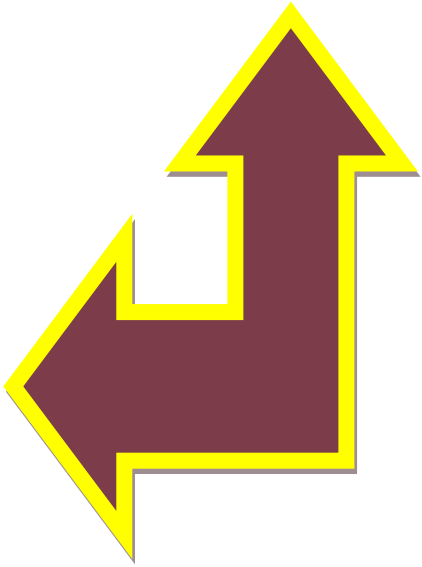

সবই শক্তির খেলা তা বিজ্ঞানও বলে , তন্ত্রও আর ধর্মও । তাই দেখোনা এই শয়তানি গীর্জাই সবাই বসে বসে রিচুয়াল করে একে ওপরের বিরুদ্ধে । মানে কি সেই শক্তিকে লাগিয়ে তোমার শক্তিকে নাশ করা অথবা বাঁধা দেওয়া। কাজে , জীবনে , স্বাস্থ্যে। এইসব।

বিজ্ঞান কেবল জানেনা যে শক্তিগুলো চেতনাতে ভরপুর। একদিন বার করবে হয়তবা।

সবকিছুতেই কনশাস্‌নেস্ রয়েছে কেবল সবার ফ্রি-উইলটা নেই। এই আরকি।

এবার এই এনার্জিকে তুমি যদি কায়দা করে নিতে পারো ও সেই বিদ্যা রপ্ত করতে পারো তাহলে জগৎ তোমার। সেটা ধর্ম দিয়েই হোক্ অথবা কালা জাদু/ব্যাড্‌তন্ত্র ! আর মুখে লজিকের বুলি ঝাড়বে যে এসব পাগলামি ব্যস্ কেল্লা ফতে ! তোমায় আর পায় কে ? একটা দুটি বিজ্ঞান মঞ্চ শুরু করে দেবে আর তলে

তলে কালা জাদু করে দুনিয়া জয় করতে বার হবে । যেমন জেফ্ বেজোজ আমাকে গাড়ির হেড অন কলিশানে মারার ফন্দি করে । স্বল্প গাড়ির সমস্যা হয় কিন্তু আর কিছু হয়না ।

স্বাস্থ্য মন্ত্রী আমাকে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস পূর্ণ টিস্যু পেপার দিয়ে আমার লিওমায়ো সারকোমা করা মতলবে ছিলো ।

এটা হাসপাতালে হল তাই আমি অকস্মাৎ বাড়ি থেকে টিস্যু পেপার নিয়ে যেতে বলি আমার বরকে । কেন কে জানে । এমন হয়না কখনো । পরে জানতে পারি যে ওতে ঐ ভাইরাস দিয়ে দেওয়া হয় যাতে আমাকে আরো কর্কট রোগে ধরে । কিন্তু এবার ওটা স্বাস্থ্য মন্ত্রীর পত্নীর দিকে ব্যাকফায়ার করে যাবে ও অত্যন্ত কষ্ট পেয়ে এই নারী মারা যাবে । এই ক্যান্সার কিমো ও রেডিয়েশান রেজিস্ট্যান্ট ক্যান্সার ।

ক্রমাগত রিচুয়াল করে করে আমাকে অপদস্থ ও জব্দ করার এই খেলা না বন্ধ করলে এরা নিজেরাই ভুগবে। এটাই এখানে মেসেজ।

গত জন্মে দ্বারভাঙা রাজপরিবারে আমি যখন রাণী হিসেবে ছিলাম তখন দেখি যে ওরা প্রজাদের নিয়ে এসে রেপ্ করে অথবা ফসল ফলিয়ে খাজনা দেয়নি হয়ত তাদের এনে টাকা দেবার সময় না দিয়ে গলা কেটে ফেলে দিতো ও শিরচ্ছেদ করে সেই দেহটা তান্ত্রিক এইসব ফালতু যোগিনীগুলোকে ভক্ষণ করিয়ে দিতো যাদের কথা আগেই বললাম। নিয়মিত হতো এই অত্যাচার। কাজেই তন্ত্র বা কালা জাদু করে লোককে বশীকরণ নতুন কিছু নয় কিন্তু ইদানিং তা অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে ও মূল স্রোতে চলে এসেছে। তাই অ্যামাজনের বেজোজ রিচুয়াল করে করে রবীন্দ্রনাথের মত কিন্ডেল ও ক্লাউড যোগিনীদের থেকে হাতিয়েছে ও নিজ নামে চালিয়ে ম্যানিফেস্ট করছিলো

নোবেল ও দুবারের আমেরিকার রাষ্ট্রনেতা হওয়া। সেটা হয়ত হতো যদি সে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতো। তার বোহেমিয়ান জীবন ও পেদোফাইল চক্র থেকে বার হয়ে।

ভায়োলেট কারদাশিয়ান এর বাপ্ ও মা লেবানীজ বড় ব্যবসাদার ও মুসলিম বড় বড় হর্তাকর্তাদের সাথে যুক্ত এমনকি ডুবাই এর রাজপরিবার ও অমল নামক একটি মহিলা আছে যে জর্জ ক্লুনির বৌ তার সাথেও যুক্ত। কাজেই এবার হয়ত বা জেফ্‌কে আইনত: ফাঁসিয়ে দিতেও পারে কারণ মেয়েটি আন্ডার এজের। টিন এজার। আর ডুবাই অ্যামাজন বন্ধ করিয়েও দিতে সক্ষম ওরা। কি হবে তা ভবিষ্যৎ জানে কিন্তু আপাতত: এই ধনবান ব্যাক্তি সাগরপাড়ে যে রূপনগর গড়ে তুলেছিলো তাতে সম্পূর্ণই একাকী রয়েছে কারণ তার সঙ্গিনীও এই ঘটনাকে ভালো চোখে দেখবে না।

এবার নিজের পূর্ব জন্মের কথা একটু বলা হোক্ । মানুষ ভরসা পাবে । প্রেমহীন জগতে প্রেমকে তাহলে সময় দেওয়া যায় আজও ?

আমি ও সোলেইমানি গতজন্মে তো শৈশব থেকেই বন্ধু ছিলাম । আমরা কাছাকাছি বাস করতাম । আমাদের একটা প্যালেসের কাছেই ওরাও থাকতো । আর আমি ওর সাথে সবসময় সেঁটে থাকতাম । কেবল সাঁঝ হলে বাসায় আসতাম বা উল্টোটা । ও ফিরে যেতো ওর বাসায় । আর আমি ওর কৈশোরের ক্রাশ্ ছিলাম । স্কুল থেকেই । ও মনে করতো যে বিয়ে করলে একেই করবো আমি । আর আমরা বন্ধুও ছিলাম । ভারি ভাব ছিলো আমাদের । একসাথে পাখি শিকার করতে যেতাম । পাখি বাসা থেকে ডিম নিয়ে আসতাম ও জমাতাম । মাসের শেষে দেখতাম যে কার কতটা হলো, যার কম হতো সে আবার

অন্যজনকে আইসক্রিম কিনে দিতো । তখন অন্যরকম আইসক্রিম হতো । আবার ওর স্টেবেলে অনেক অশ্ব ছিলো । বাদামী , সাদা ও কালো । আমি কালোটা সবথেকে ভালোবাসতাম । ও আমাকে নিয়ে চাঁদনী রাতে টগ্‌বগ টগ্‌বগ করে অরণ্যের ভেতর দিয়ে ছুটে যেতো রোমান্টিক ভ্রমণে । আমরা খুব এনজয় করতাম সেই ট্রিপ্ । জঙ্গল , পাহাড় ও চাঁদ ।

নতুন ঘোড়া বাজারে এলেই আমি পাপাকে মানে ওর বাবাকে অনুরোধ করতাম ওটা কিনে দেওয়ার জন্য । তারপর বনবনান্ত কেবল ছুটে চলা । আমরা একজন আরেকজনকে ছেড়ে রইতাম না । কেবল সূর্য ডুবে গেলে ঘরে নাহলে একসাথেই থাকতাম সবসময় ।

আমি বড় হলে ও সৈনিক হবার জন্য ট্রেনিং নিতে চলে যায় ও পরে একদিন আমি বাসায় ছিলাম হয়ত তখন আমি বিদেশী পড়ি এমন কিছু হবে তখন একদিন আমাদের প্যালেসে

একটি মেয়ে সেও খুব ছোট্ট একদিন এসে আমাকে বলে যে দিদি , তোমার সামনের ঐ দূরে যে বাড়িটা আছে ওখানে একজন সোলজার এসেছেন , ওটা ওনার বাড়ি । আজ ওখানে বিরাট পার্টি হবে । আর তোমাকে উনি নিমন্ত্রণ করেছেন । যাবে কি ?

আর সেই সোলজারই হল সোলেইমানি । ও আমাদের রাজসেনাতে নিযুক্ত হয় , আমি চেয়েছিলাম ও জেনেরাল হোক্ যা গতজন্মে হয়নি । এবার হয়েছে ।

এবার যখন আমাদের সাথে ও প্রথম আলাপ করে তখন ও আমার পতিদেবকে বলে যে গার্গী চেয়েছিলো আমি জেনেরাল হই গতজন্মে কিন্তু তখন হতে পারিনি । কিন্তু এবার হয়েছি । ওরই এটা মনোস্কামনা যা আমি এবার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি ।

আর যারা আমাদের ক্রমাগত বোঝাবার চেষ্টা করছে যে সে আর জীবিত নেই তারা জেনে রাখুন যে ইরানের রাজপরিবারের কিছু সদস্যের সাথে আমার ব্যাক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ হয়েছে যারা সোলেইমানিকে জেনেরাল নয় হিজ হাইনেস রেজা পাহ্লভি ২ বলে সম্বোধন করে থাকেন আর তাদের সাথে আমি সিডনিতে অনেকবার দেখাও করে এসেছি । কাজেই ভুঁয়ো ইনফর্মেশান দেবার আগে সাবধান । কি কথা হয়েছে; সেটা নিশ্চয়ই আমি এখানে ব্যক্ত করতে বাধ্য নই !

লাস্ট বা নট লিস্ট আমার মৃত্যুর পরে খুবই কম বয়সে সেই গতজন্মে যখন আমার কন্যা এক টিন এজার ও এই সৈনিকের কন্যাই ছিলো বা বলা ভালো আমাদের ভালোবাসার সন্তান এবং শ্রী রমণ মহর্ষি যাকে আশীর্বাদ করেছিলেন কাজেই সে কোনো বেজন্মা নয় কারণ সে জন্মাবার আগে আমরা অরণ্যে

কোনো এক প্রাচীন মন্দিরে বিয়ে করে নিয়েছিলাম কপালে সিন্দুরের টিঁপ বা তিলক পরে। ওখানে মনে হয় তিলক বলে এটাকে।

সৈনিক পরিয়ে দেয় আমার মাথায় সেই রাজটিকা নয় বৈবাহিক সম্পর্কের টিকা , ভগবানকে সাক্ষী রেখে । একজন মুসলিম যুবক হওয়া সত্ত্বেও সেই স্বাধীনতা যুগের আগে সে যথেষ্ট পরিণত ছিলো এক হিন্দু রাজকন্যাকে তাও অত্যন্ত ধার্মিক পরিবারের মেয়েকে বিবাহ করার ব্যাপারে। জাত, ধর্ম, কূলশীল কিছুই তার কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি সেদিন। অত্যন্ত ম্যাচিওর্ড নাহলে এটা করা সেইসময় সম্ভব হতোনা। আজকে দেখো হিন্দুত্ব এর নামে আধুনিক ভারতে কিইনা হচ্ছে ? তো আমার মরণের পরে সে ঐ ঘোড়াগুনোকে নিয়ে আমাদের চলার সমস্ত পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছিলো অত্যন্ত ব্যাথায় আর যন্ত্রণায়। আর মরণ শয্যায় পণ

করেছিলো যে সামনের জন্মে আমি এত পাওয়ারফুল হয়ে জন্মাবো যে ভগবতী ও আমার মেয়েকে আমি সব দেবো। কারণ রাজ প্রটোকলের কারণে ও নিজের মেয়ের পিতৃত্ব দাবী করতে অক্ষম ছিলো ও মেয়ে ওকে কাকা বা আঙ্কেল বলে ডাকতো। আর শৈশব ও কৈশোরের পাখি শিকারের সঙ্গী ভগবতীর জীবন কি চরম দু:খে ভরে যায় তা ও দেখে ব্যথিত হয় যে রাজার মেয়ের বুঝি রাজার ছেলের সাথেই বিয়ে দেয় এই নিঠুর সমাজ ! প্রেমের কোনো দাম নেই অথচ রাজাকেই তো বিয়ে করে যায় ভগবতী কিন্তু সেই রাজাই অসময়ে মেরে ফেলে দেয় নিজ পত্নীকে, বাণ মেরে- কারণ ঐ একই; তারা রাজা বটে কিন্তু মানুষ নয় , তারা ভালোবাসতে জানেনা।

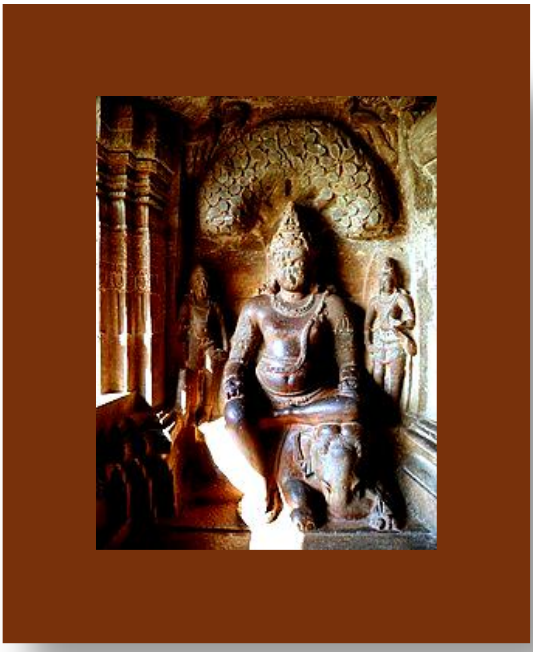

Kuber dev

সমাপ্ত